গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন- ১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

বিষয়: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলমের সভাপতিত্বে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ২ লক্ষের অধিক মা বোনের পরম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে উজ্জীবিত হয়েছে, তাদের সকলকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

০৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি অনুগ্রহপূর্বক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

০৪। সভাপতি জানান যে, জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৩.০১.২০২১ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সুবর্ণজয়ন্তীর বছরব্যাপী উপস্থাপিত কর্মসূচি মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর চূড়ান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরবর্তীতে নির্দেশনা প্রেরণ করবে। উক্ত সভায় গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির/সিদ্ধান্তের আলোকে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনান্তে কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বছরব্যাপী জাতীয় কর্মসূচি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১	৫০টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি প্রতিটি জেলায় প্রদক্ষিণ শুরু। পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। ৬৪ জেলা প্রদক্ষিণ শেষে ১৬ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালির ঢাকা প্রত্যাবর্তন।	জাতীয় পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে সকল মহাপরিচালক, পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.২	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন। আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক চূড়ান্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অতঃপর মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজন অনুসারে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.৩	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। এ সকল অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প।

ক্রমিক নং	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বছরব্যাপী জাতীয় কর্মসূচি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৪	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের সকলে অংশগ্রহণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.৫	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/ সংগীত/ নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.৬	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন। নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারী)।	স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সুবর্ণজয়ন্তী মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসবের (বছরব্যাপী/ বিভাগওয়ারী) আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ডিপিই, বিএনএফই; অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.৭	দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বই পাওয়া গেলে বঙ্গবন্ধু কর্নারে সংরক্ষণ ও পাঠের ব্যবস্থা করা হবে। বইয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, ডিপিই, বিএনএফই; অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.৮	দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করতে হবে। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গৃহীত বছরব্যাপী কর্মসূচির তথ্যাদি এ কর্নারে রাখতে হবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম এবং পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট।
৪.৯	৫০টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত র‍্যালি সকল জেলা প্রদক্ষিণ শেষে বিজয় দিবসের দিন মূল অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের নিকট জাতীয় পতাকাগুলো হস্তান্তর করবেন।	স্থানীয় প্রশাসনের গৃহীত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প।
৪.১০	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং জেলা-উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচীর সাথে	জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জেলা-উপজেলায় কর্মসূচি গ্রহণ করতে	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন),

ক্রমিক নং	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বছরব্যাপী জাতীয় কর্মসূচি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।	হবে। অনুষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প।
৪.১১	প্রণীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এর বাইরেও অন্যান্য উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করতে চাইলে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে তা মন্ত্রিপরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়।	সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক।
৪.১২	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো, থিমসং নির্বাচন ও ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য ০৪ (চার)টি উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ও থিমসং বছরব্যাপী সকল অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে হবে।	সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ও থিমসং বছরব্যাপী সকল অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে হবে।	মহাপরিচালক (সকল); অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), প্রাগম; পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এবং প্রকল্প পরিচালক, রস্ক ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প।

০৫। জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৩.০১.২০২১ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলে এ কার্যবিবরণীর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (কার্যবিবরণীর কপি সংযুক্ত)।

০৬। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সংক্রান্ত কার্যবিবিরণী/পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কার্যার্থে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচির সানুগ্রহ অনুমোদন চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরবর্তীতে প্রেরণ করা হবে এবং সেমতে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও চূড়ান্ত করা হবে মর্মে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

০৮। সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রণীত খসড়া কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গেলে বাস্তবায়ন করা হবে।

০৯। অনুচ্ছেদ ৬, ৭ ও ৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আরও সভার আয়োজন করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভা আহবানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০২/২০২১
(গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০২.০২৩.০০৭.১৯-১৬০

তারিখঃ ২৬ মাঘ ১৪২৭ / ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি গুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৬. পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, সেকশন- ২, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
৭. মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৮. যুগ্মসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
১০. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. উপসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, রক্ষ প্রকল্প, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), বিএনএফই, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১৬. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা।
১৭. অফিস কপি।

০৯/০২/২০২১

(ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪০৯১
ই-মেইল: dsad2@mopme.gov.bd